আইসিবি পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
"ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সাধারণ) প্রবিধানমালা, ২০১৭"

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ **আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১২ নং আইন)** এর **ধারা-৪০** এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হইল, যথা:-

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—এই প্রবিধানমালা **ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সাধারণ) প্রবিধানমালা, ২০১৭** নামে অভিহিত হইবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **প্রয়োগ**।—**আইন** বা উহার ধারা **৩৯** এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি, বোর্ড কর্তৃক রহিত, তারতম্য, সংশোধিত বা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রযোজ্য হইবে।

৩। **সংজ্ঞা**।—এই প্রবিধানমালায়,-

(১) **"মূলধন"** অর্থে শেয়ার, স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) **"আইসিবি"** অর্থ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;

(৩) **"প্রতিষ্ঠান"** অর্থ ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ১৪৭ নং আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(৫)এ সংজ্ঞায়িত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এবং কোনো আইন দ্বারা স্থাপিত বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত, নিগমিত বা গঠিত কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) **"আইন"** অর্থ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, **২০১৪ (২০১৪ সনের ১২ নং আইন);**

(৫) **"সচিব"** অর্থ কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা যিনি বোর্ড সচিব হিসেবে এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) "ডিমেটেরিয়েলাইজেশন" অর্থ এমন একটি প্রক্রিয়া, যাহার মাধ্যমে উপযুক্ত সিকিউরিটিজ কোন কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের Central Depository Bangladesh Limited (CDBL) অংশে স্থানান্তরিত হয়।

৪। **সংশোধন এবং ব্যাখ্যা**।—(১) পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, এই প্রবিধানমালা সংশোধন, বিলুপ্ত বা সংযোজন করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বে সম্পাদিত কোন কার্য ভূতাপেক্ষভাবে (retrospectively) বাতিল করা যাইবে না।

(২) এই প্রবিধানমালার ব্যাখ্যা এবং ইহা হইতে উদ্ভূত যে কোন মতানৈক্যের ক্ষেত্রে পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫। **তফসিল এবং পরিশিষ্ট**।—এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিল এবং পরিশিষ্ট এই প্রবিধানমালার অবিচ্ছেদ্য অংশ হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ

শেয়ার মূলধন এবং শেয়ার

৬। **শেয়ারের প্রকৃতি**।—কর্পোরেশনের শেয়ার অস্থাবর সম্পত্তি হইবে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য:

(১) **আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ)** এর অধীন শেয়ারসমূহ, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, গ্রুপের মধ্যে হস্তান্তরযোগ্য;

(২) **আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ)** এর অধীন **সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অনুপাতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি** কর্তৃক গৃহীত/ ধারণকৃত শেয়ারসমূহ, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, নিজেদের মধ্যে হস্তান্তরযোগ্য;

(৩) **আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ)** এর অধীন জনসাধারণের নিকট প্রস্তাবিত এবং জনসাধারণ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে ধারণকৃত শেয়ারসমূহ অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।

৭। **শেয়ারহোল্ডার নিবন্ধন বহি**।—(১) কর্পোরেশন ইহার শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে যাহাতে প্রত্যেক শ্রেণির শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত বিবরণ থাকিবে:-

(ক) তাহার নাম, ঠিকানা (নিবন্ধিত ঠিকানা, যদি থাকে) এবং পেশা বা, ক্ষেত্রমত, ব্যবসার প্রকৃতি;

(খ) শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ার সম্পর্কিত বিবৃতি;

(গ) শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত হইবার তারিখ এবং বরাদ্দ বা হস্তান্তরের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডার হইয়াছেন কিনা এবং, হস্তান্তরের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডার হইবার ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী শেয়ারহোল্ডারের নাম; এবং

(ঘ) তাহার শেয়ার ধারণ পরিসমাপ্তির তারিখ এবং যাহার নামে শেয়ারসমূহ হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহার নাম:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি শেয়ারসমূহের যৌথ ধারক থাকে, তাহা হইলে উক্ত শেয়ারসমূহের গ্রাহক হইবার ও হস্তান্তরের আবেদনপত্রে যৌথধারকগণের মধ্যে যাহার নাম প্রথম রেকর্ড করা হইয়াছে তাহার নামের অধীন গ্রুপ হিসাবে অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারের নাম এবং নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধনের জন্য আবশ্যক অন্যান্য বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যৌথধারকগণের সংখ্যা চারের অধিক হইবে না।

(২) অংশীদার আইন ও নিবন্ধন আইন উভয়ের অধীন নিবন্ধিত হয় নাই এইরূপ কোন অংশীদারী ফার্মের নামে শেয়ার নিবন্ধিত হইবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি চুক্তি সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন চুক্তি করিবার জন্য যোগ্য না হন, তাহা হইলে তিনি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার যোগ্য হইবেন না। কোন ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার পর যদি কোন সময় দেখা যায় যে, নিবন্ধনের সময় উক্ত ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার অযোগ্য ছিলেন, তাহা হইলে তিনি, কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের আদেশের অধীন তাহার শেয়ারসমূহ বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত, শেয়ারহোল্ডারের কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

(৪) কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যক্ত, বিবিক্ষিত বা ব্যাখ্যেয় কোন ট্রাস্টের নোটিশ শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করা যাইবে না, অথবা কর্পোরেশন উক্তরূপ কোন নোটিশ গ্রহণের জন্য বাধ্য থাকিবে না।

(৫) কর্পোরেশন নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারকে সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহের সামগ্রিক মালিক হিসাবে গণ্য করিবার অধিকারী হইবে এবং উক্ত শেয়ারসমূহের কোন ন্যায়ত, ঘটনাপেক্ষ বা সম্ভাব্য অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য থাকিবে না।

(৬) যদি কোন ব্যক্তির নাম শেয়ারহোল্ডার নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে গণ্য হইবেন না।

৮। **সূচিবহি**।–(১) কর্পোরেশন ইহার শেয়ারহোল্ডারগণের নামের একটি সূচিবহি সংরক্ষণ করিবে এবং শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে কোন পরিবর্তন করা হইলে, যে তারিখে উক্ত পরিবর্তন করা হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত সূচিবহিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে হইবে।

(২) উক্ত সূচিবহিতে, যাহা কার্ড ইনডেক্স আকারে হইতে পারে, প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার সম্পর্কে পর্যাপ্ত সূচক থাকিবে যাহার দ্বারা উক্ত শেয়ারহোল্ডারের হিসাব অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

তবে প্রবিধান ৮ এর অধীন বর্ণিত বিধানাবলি ডিমেটেরিয়েলাইজেশনকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৯। **নিবন্ধন বহি সংশোধন**।–যদি-

(ক) কোন ব্যক্তির নাম, প্রতারণামূলকভাবে বা পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত, শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত হয় বা উহা হইতে বাদ পড়ে;

বা

(খ) কোন ব্যক্তির শেয়ারহোল্ডারের সমাপ্তি হইয়া থাকে এবং সেই ব্যক্তির তথ্য নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত না করা হয় বা অন্ত র্ভুক্ত করিতে অনাবশ্যক বিলম্ব হয়,তাহা হইলে বোর্ড উক্ত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির পর শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

তবে প্রবিধান ৯ এর অধীন বর্ণিত বিধানাবলি ডিমেটেরিয়েলাইজেশনকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১০। **রেকর্ড ডেট নির্ধারণ**।–

(১) রেকর্ড ডেট নির্ধারণ বা নিবন্ধন বহি বন্ধ রাখা, যাহাই হোক না কেন, এর উদ্দেশ্য উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময়ের নোটিশ প্রদান করিয়া কমিশন ও এক্সচেঞ্জসমূহকে অবহিত করিতে হইবে এবং ন্যূনতম ২(দুই)টি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা এবং ১টি ইংরেজি) ও একটি অনলাইন পত্রিকায় অবিলম্বে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) রেকর্ড ডেট নির্ধারণ বা নিবন্ধন বহি বন্ধ রাখা সংক্রান্ত নোটিশ এর প্রয়োজনীয় সময় হইবে পরিচালনা বোর্ডের যে সভায় এতদ্‌সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে উক্ত সভার তারিখ হইতে ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) মার্কেট দিবস যাহা কোনক্রমেই ৩০ মার্কেট দিবসের অধিক হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, ঘোষিত রেকর্ড ডেট এক্সচেঞ্জসমূহের মার্কেট দিবস হইবে এবং ঘোষিত রেকর্ড ডেট কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, রেকর্ড ডেট যদি কোন সরকারি ছুটির দিন হয় তাহা হইলে পরবর্তী প্রথম মার্কেট দিবস রেকর্ড ডেট হিসাবে গণ্য হইবে।

১১। **নিবন্ধন বহি এবং সূচিবহি পরিদর্শন**।–(১) শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহি এবং সূচিবহি প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং, এই প্রবিধানমালার বিধানাবলির অধীন বন্ধ ঘোষণার ক্ষেত্র ব্যতীত, প্রতিদিন কর্মকালীন সময়ে, তবে সপ্তাহের প্রথম চার দিন এক ঘণ্টার অধিক নহে, এতদুদ্দেশে আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, যে কোন শেয়ারহোল্ডার অথবা, উক্ত শেয়ারহোল্ডার কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট বডি হইলে, উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির বিনামূল্যে পরিদর্শনের নিমিত্ত উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) উক্ত শেয়ারহোল্ডার বা উক্ত প্রতিনিধির শেয়ারহোল্ডার নিবন্ধন বহি বা সূচিবহির কোন ভুক্তি কপি করিবার অধিকার থাকিবে না, তবে তিনি, নিবন্ধন বহি বন্ধ থাকিবার সময় ব্যতীত, কর্পোরেশনের নিকট হইতে শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহি বা সূচিবহির কপি বা উহার অংশ বিশেষ, প্রতি **একশত শব্দ বা উহার অংশ বিশেষের জন্য পাঁচ টাকা হারে** অর্থ পরিশোধপূর্বক, সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

তবে ডিমেটেরিয়েলাইজেশনকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে সিডিবিএল এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১২। শেয়ার নিয়ন্ত্রণ।–(১) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে, সরকার যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ অনুপাতে, শেয়ারের বিপরীতে চাঁদার জন্য প্রস্তাব করা যাইবে।

(২) পূর্বোক্ত বিধান এবং আইন ও এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, উক্ত শেয়ারসমূহ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে যাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট, নির্ধারিত অনুপাতে, এবং উহার মূল্য পরিশোধ বা অবস্থার প্রেক্ষিতে যেইরূপ সমীচীন হইবে সেইরূপ শর্তে চাঁদার জন্য প্রস্তাব করিতে, বরাদ্দ প্রদান করিতে, বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, এবং কোন ব্যক্তিকে শেয়ার বরাদ্দ প্রদানে অস্বীকার করিতে বা যে পরিমাণ শেয়ারের জন্য আবেদন করা হইয়াছে, কোন কারণ ব্যতীত, উহা অপেক্ষা কমসংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ দিতে পারিবে।

১৩। **শেয়ার বরাদ্দকরণ**।–শেয়ার মূলধনের কোন বরাদ্দ কোন বরাদ্দ গ্রহীতা বা চাঁদাদাতাকে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না, যদি না প্রতিশ্রুত চাঁদার পরিমাণ প্রস্তাবিত চাঁদার সমপরিমাণ হয় এবং উহা সম্পূর্ণরূপে নগদ অর্থে পরিশোধ করা হয় এবং কর্পোরেশন কর্তৃক উহা গৃহীত হয়।

১৪। (১) জনসাধারণকে শেয়ার মূলধনের কোন বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না, যদি না উক্ত শেয়ার মূলধন ইস্যু করিয়া ন্যূনতম যে পরিমাণ অর্থ অবশ্যই উত্তোলন করিতে হইবে মর্মে প্রসপেক্টাসে উল্লেখ করা হয়, সেই পরিমাণ অর্থ সম্পূর্ণরূপে নগদে কর্পোরেশনকে পরিশোধ করা হয় এবং কর্পোরেশন কর্তৃক উহা গৃহীত হয়।

(২) শেয়ারের **জন্য** আবেদনকারীগণের নিকট হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে, যতক্ষণ না দফা (৩) এর বিধানাবলি অনুসারে উহা ফেরত প্রদান অথবা দফা (৪) এ নির্ধারিত শর্ত পূরণ করা হয়।

(৩) যদি প্রসপেক্টাস ইস্যুর ১৮০ (একশত আশি) দিন সমাপ্ত হইবার পর দফা (১) এ নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ না হয়, তাহা হইলে শেয়ারের জন্য আবেদনকারীগণের নিকট হইতে গৃহীত সকল অর্থ তাহাদিগকে, সুদ ব্যতীত, অনতিবিলম্বে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) প্রসপেক্টাসে উল্লিখিত ন্যূনতম অর্থ গ্রহণের পর, কর্পোরেশন জনসাধারণকে শেয়ার মূলধনের বরাদ্দ প্রদান করিবে।

(৫) শেয়ার বরাদ্দ পত্র সচিব বা উপ-মহাব্যবস্থাপক বা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

১৫। **অনিয়মিত বরাদ্দকরণ**।–এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি লংঘনক্রমে কোন আবেদনকারীকে কোন বরাদ্দ প্রদান করা হইয়া থাকিলে, উহা, উক্তরূপ বরাদ্দ প্রদানের ১(এক) মাসের মধ্যে অ্যালোটি কর্তৃক কর্পোরেশনের নিকট বিষয়টি উত্থাপনের প্রেক্ষিতে, বোর্ড কর্তৃক রদ করা হইবে।

১৬। **শেয়ার ক্রয়ে বাধানিষেধ**।–
(১) কর্পোরেশন উহার নিজস্ব শেয়ার ক্রয় করিবে না।

(২) কর্পোরেশন, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, এবং ঋণের নিশ্চয়তা, জামানতের ব্যবস্থা বা অন্য কোনভাবে হউক না কেন, কোন ব্যক্তিকে কর্পোরেশনের কোন শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অথবা ক্রয়কৃত বা ক্রয়তব্য কোন শেয়ারের সূত্রে, কোনরূপ আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালার কোন কিছুই কর্পোরেশনের স্বাভাবিক ব্যবসায়িক লেনদেনের আওতায় বিনিয়োগ আমানতকারীগণকে অর্থ প্রদানে বারিত করিবে না।

১৭। **শেয়ার অবলেখন এবং কমিশন ও দালালির অর্থ পরিশোধ**।–(১) কর্পোরেশন যে কোন ব্যক্তিকে তৎকর্তৃক, নিঃশর্ত বা শর্তসাপেক্ষে, কর্পোরেশনের কোন শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টকের জন্য চাঁদা প্রদান বা চাঁদা প্রদানের সম্মতি বিবেচনাক্রমে, অথবা কর্পোরেশনের কোন শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টক, নিঃশর্ত বা শর্তসাপেক্ষে, ক্রয় বা ক্রয়ের সম্মতি বিবেচনাক্রমে, কমিশন প্রদান করিতে পারিবে, তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে উক্ত কমিশনের পরিমাণ বা হার, প্রতিশ্রুত বা প্রতিশ্রুতব্য শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টকের অভিহিত মূল্যের ২$^{১}/_{২}$(আড়াই) শতাংশের অধিক হইবে না।

(২) ইহা ছাড়াও, সম্মত অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্পোরেশন কোন সিকিউরিটির অভিহিত মূল্যের অনধিক ১ (এক) শতাংশ হারে দালালি প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। **শেয়ার সার্টিফিকেট**।–(১) বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ও অনুমোদিত ফরমে শেয়ার সার্টিফিকেট প্রণীত হইবে। ইহা কর্পোরেশনের সাধারণ সিলমোহরযুক্ত করিয়া ইস্যু করা হইবে এবং উহাতে সচিব বা, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সহকারী মহাব্যবস্থাপকের নিম্নে নহে এইরূপ একজন কর্মকর্তার, স্বহস্তের স্বাক্ষরসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অবিকল স্বাক্ষর থাকিবে এবং শেয়ার বরাদ্দ বা হস্তান্তরের তারিখ হইতে **৯০ (নব্বই) দিনের** মধ্যে বা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

(২) একক শেয়ারহোল্ডার হিসাবে শেয়ারহোল্ডার নিবন্ধন বহিতে নাম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি তৎকর্তৃক ধারণকৃত সকল শেয়ারের জন্য বিনামূল্যে একটি সার্টিফিকেট লাভের অথবা, প্রথমবারের পর সার্টিফিকেট প্রতি বাইশ টাকা ফি পরিশোধপূর্বক, তাহার ধারণকৃত এক বা একাধিক শেয়ারের বিপরীতে একটি সার্টিফিকেট হিসাবে বোর্ড কর্তৃক পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে অনুমোদিত সংখ্যক সার্টিফিকেট লাভের অধিকারী হইবেন এবং বোর্ড যে কোন ফি অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) প্রত্যেক শেয়ার সার্টিফিকেটে শেয়ারের সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারের স্বাতন্ত্র্যসূচক সংখ্যা এবং উহার জন্য পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৪) একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক যৌথভাবে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন উহার জন্য একাধিক সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে না, এবং যৌথ-হোল্ডারগণের মধ্যে একজনের বরাবর একটিমাত্র শেয়ার সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হইলে উহা সকলের জন্য সরবরাহ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ারহোল্ডার সার্টিফিকেটে বর্ণিত শেয়ার হইতে কেবলমাত্র কয়েকটি শেয়ার হস্তান্তর করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি বিনামূল্যে স্থিত শেয়ারের জন্য একটি সার্টিফিকেট লাভের অধিকারী হইবেন। প্রবিধানমালার প্রবিধি ২১ এর উপ-প্রবিধি (২) এর দফা (ক) এর বিধানাবলি অনুসারে শেয়ার সার্টিফিকেট জমা প্রদানের পর, কর্পোরেশন কর্তৃক হস্তান্তরকারীর অনুকূলে একটি স্থিতি-রসিদ প্রদান করা হইবে যাহা পরবর্তী পর্যায়ে কর্পোরেশনের নিকট উহা প্রদানপূর্বক হস্তান্তরকারী একটি নূতন সার্টিফিকেট প্রাপ্য হইবেন।

(৬) যদি একটি শেয়ার সার্টিফিকেট-

(ক) ছিঁড়িয়া যায়, বিকৃত হয় বা অন্য কোনভাবে ব্যবহার অনুপোযোগী হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উহা বাতিল করিতে পারিবেন এবং সার্টিফিকেট প্রতি বাইশ টাকা ফি পরিশোধ সাপেক্ষে উহার পরিবর্তে একটি নূতন সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে পারিবে;

(খ) হারাইয়া যায় বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, উক্ত হারানো বা বিনষ্ট হইবার সন্তোষজনক প্রমাণ এবং শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ ক্ষতিপূরণের মুচলেকা দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রতিটি নূতন সার্টিফিকেটের জন্য বাইশ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে, হারাইয়া বা বিনষ্ট হইয়া যাওয়া সার্টিফিকেটের পরিবর্তে একটি নূতন সার্টিফিকেট ইস্যু করা যাইবে।

(৭) কর্পোরেশনের সাধারণ সিলমোহরযুক্ত একটি শেয়ার সার্টিফিকেট উহাতে উল্লিখিত শেয়ারের উপর শেয়ারহোল্ডারের স্বত্বের প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

তবে প্রবিধান ১৮ এর অধীন বর্ণিত বিধানাবলি ডিমেটেরিয়েলাইজেশনকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৯। **হস্তান্তর নিবন্ধন বহি**।–

কর্পোরেশন উহার প্রধান কার্যালয়ে "হস্তান্তরের নিবন্ধন বহি" নামে একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত নিবন্ধন বহিতে প্রতিটি শেয়ারের হস্তান্তর এবং স্বত্বান্তর (transmission) সম্পর্কিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তবে ডিমেটেরিয়েলাইজেশনকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২০। **শেয়ার হস্তান্তর।**–(১) একজন শেয়ারহোল্ডার তাহার শেয়ারসমূহ কেবল নিম্নবর্ণিত ফরমে লিখিত দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে:

"আমি, (হস্তান্তরকারীর নাম) .... , (ঠিকানা) .... "ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ" নামক প্রতিষ্ঠানের-------- ---------- সংখ্যাযুক্ত শেয়ারসমূহ (হস্তান্তর-গ্রহীতার নাম)....., (ঠিকানা) .... এর (অতঃপর হস্তান্তর-গ্রহীতা নামে অভিহিত) নিকট হইতে প্রাপ্ত---------- ---- ------ টাকা পণ মূল্যের বিনিময়ে, এই দলিল সম্পাদনের সময় আমি যে শর্তে উহা ধারণ করিতেছিলাম সেই শর্তে, উক্ত হস্তান্তর-গ্রহীতা, তাহার নির্বাহক, প্রশাসক এবং স্বত্বনিয়োগী কর্তৃক ধারণের জন্য এতদ্দ্বারা হস্তান্তর করিলাম এবং আমি, হস্তান্তর-গ্রহীতা, উক্ত শর্তে উক্ত শেয়ারসমূহ গ্রহণ করিলাম।

সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে আমরা হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তর-গ্রহীতা ..... সালের ..... তারিখে নিম্নে স্ব স্ব স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর:.....
সাক্ষী:.....
হস্তান্তর-গ্রহীতার স্বাক্ষর:.....
সাক্ষী:.....

(২) বোর্ড সময় সময় হস্তান্তর দলিলের ফরম পরিবর্তন বা তারতম্য করিতে এবং উক্ত বিষয়ে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং জনসাধারণকে অবহিত করিতে পারিবে।

(৩) হস্তান্তর দলিল হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তর-গ্রহীতা কর্তৃক যথাযথ ও স্পষ্টভাবে স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৪) শেয়ার হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও, হস্তান্তর-গ্রহীতার নাম শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শেয়ার হস্তান্তরকারী উক্ত শেয়ারের ধারক হিসাবে বহাল থাকিবে।

তবে প্রবিধান ২০ এর অধীন বর্ণিত বিধানাবলি ডিমেটেরিয়েলাইজেশনকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২১। **হস্তান্তর নিবন্ধন।**–
(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাহার নিরঙ্কুশ এবং অবাধ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে যে কোন শেয়ার নিবন্ধনের জন্য আবেদন না মঞ্জুর করিতে, বা হস্তান্তর অস্বীকার করিতে পারিবেন এবং উক্ত অস্বীকৃতির কারণ দর্শাইতে বাধ্য থাকিবেন না। উক্ত হস্তান্তর-গ্রহীতা ইতোমধ্যে শেয়ারহোল্ডার হইবার কারণে অনুরূপ প্রত্যাখ্যান ক্ষুণ্ন হইবে না।

(২) হস্তান্তরকারী বা হস্তান্তর-গ্রহীতার মধ্যে যে কেহই কর্পোরেশন বরাবর শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। তবে কোন শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধিত হইবে না, যদি না-

(ক) শেয়ার হস্তান্তর দলিলটি হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তর-গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সম্পাদিত হয় এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের আবেদনসহ হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহের শেয়ার সার্টিফিকেট কর্পোরেশন বরাবর পেশ করা হয়;

(খ) কর্পোরেশনের অনুকূলে কোন নিবন্ধন ফি পরিশোধ করা হয়:
তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয় যে, হস্তান্তর দলিল হারাইয়া গিয়াছে, সেইক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হস্তান্তরকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ ক্ষতিপূরণের মুচলেকা সহযোগে, দাখিলকৃত লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, হস্তান্তর দলিল দাখিল পরিহার করিতে পারিবেন এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) যদি ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোন শেয়ার নিবন্ধনের জন্য আবেদন না-মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে কর্পোরেশন, উক্ত আবেদনের সহিত হস্তান্তর-দলিল দাখিলের ৬(ছয়) সপ্তাহের মধ্যে, এবং হস্তান্তর-দলিল দাখিল করা না হইলে, হস্তান্তর নিবন্ধনের আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে, হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তর-গ্রহীতা বরাবর অস্বীকৃতির নোটিশ প্রেরণ করিবে, এবং (প্রতারণার ক্ষেত্র ব্যতীত) ফেরত প্রদানের দাবির প্রেক্ষিতে দাখিলকারী ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর-দলিল এবং শেয়ার সার্টিফিকেট ফেরত প্রদান করিবে।

সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট

(৪) যদি ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত হস্তান্তর অনুমোদন করেন, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্ত হস্তান্তর নিবন্ধন করিবে এবং শেয়ার হস্তান্তর-দলিলটি সংরক্ষণ করিবে। উক্ত দলিল, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদান্তে ধ্বংস করা যাইবে।

তবে প্রবিধান ২১ এর অধীন বর্ণিত বিধানাবলি ডিমেটেরিয়েলাইজেশনকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২২। **মৃত শেয়ারহোল্ডারের স্বত্ব**।—মৃত শেয়ারহোল্ডারের নামে নিবন্ধিত শেয়ারসমূহে স্বত্ববান হিসাবে কর্পোরেশন কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ হইবে-

(ক) যদি উক্ত মৃত ব্যক্তি একই বা একক জীবিত শেয়ারহোল্ডার হন, কেবল তাহার নির্বাহক বা প্রশাসক বা উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত হইতে উক্ত শেয়ারের সাকসেসন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ;

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রোবেট বা লেটার অব এডমিনিস্ট্রেশন বা, ক্ষেত্রমত, উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট দাখিলের শর্ত পরিহার করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, আইসিবি শেয়ারের অনধিক ১০,০০০ টাকা, সাকসেসন সার্টিফিকেট দাখিলের শর্ত শিথিল বা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে; এবং

(খ) যদি মৃত ব্যক্তি একজন যৌথ শেয়ারহোল্ডার হন, কেবল জীবিত ব্যক্তিগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মৃত্যুর বিষয়ে যথাযথভাবে নিশ্চিত হইবার জন্য যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ তলব করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, এই বিধানের দ্বারা কর্পোরেশনের নিকট মৃত যৌথ শেয়ারহোল্ডারের আইনগত উত্তরাধিকারীগণের সংশ্লিষ্ট শেয়ারে তাহাদের স্বত্ব প্রমাণের অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

২৩। **শেয়ারের স্বত্বান্তর**।—কোন শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যু বা দেওলিয়াত্বের কারণে কোন ব্যক্তি উক্ত শেয়ারের অধিকারী হইলে, তিনি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তাহার স্বত্বের বিষয়ে, সময় সময়, যাচিত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের ভিত্তিতে, শেয়ারহোল্ডার হিসাবে বা, ক্ষেত্রমত, যৌথ শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার, অথবা মৃতব্যক্তি বা দেউলিয়া ব্যক্তি যেইরূপে শেয়ার হস্তান্ত র করিতে পারিতেন সেইরূপে উহা হস্তান্তর করিবার অধিকারী হইবেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের, উক্ত উভয় ক্ষেত্রে, মৃতব্যক্তি বা দেউলিয়া ব্যক্তি কর্তৃক, মৃত্যুর বা দেউলিয়া হইবার পূর্বে শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করিবার যেইরূপ অধিকার থাকিত, সেই একই অধিকার থাকিবে।

২৪। **যৌথ শেয়ারহোল্ডার**।—
(১) (ক) যেইক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যে কোন শেয়ারের ধারক হিসাবে নিবন্ধিত হন, সেইক্ষেত্রে তাহারা যৌথ ধারক হিসাবে উহা ধারণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) প্রবিধি ২২(খ) এর দ্বিতীয় শর্তাংশ এবং প্রবিধি ২৩ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণের কোন একজনের মৃত্যুতে তাহার সকল অধিকার এবং দায়দায়িত্ব জীবিত যৌথ শেয়ারহোল্ডার এবং একক জীবিত ধারকের প্রতি, কর্পোরেশন এবং উহার উত্তরজীবীগণের মধ্যে যেইরূপ হয়, সেইরূপে বর্তাইবে।

(২) যৌথভাবে ধারণকৃত শেয়ারসমূহ, শেয়ার হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সকল যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক হস্তান্তর করা যাইবে।

(৩) কোন যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণের ক্ষেত্রে, কেবল কতিপয় যৌথ শেয়ারহোল্ডারের স্বার্থ, অবশিষ্ট যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে এবং শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কিত নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত হস্তান্তর করা যাইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে, প্রবিধি ২১ (২)(ক) এবং (খ) এর শর্তাবলি সম্পন্ন করিবার পর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হস্তান্তরকারীর নাম যৌথ শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে এবং অবশিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের নামে একটি নূতন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে।

২৫। **শেয়ার বাবদ অর্থ তলব।**—

(১) বোর্ড, সময় সময়, শেয়ারহোল্ডারগণকে তাহাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত শেয়ারের অপরিশোধিত মূল্য তলব করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার তাহার শেয়ারের উপর তলবকৃত মূল্য, অন্যূন ২১ (একুশ) দিনের একটি নোটিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে, উহাতে নির্ধারিত এক বা একাধিক সময়ের মধ্যে কর্পোরেশনকে পরিশোধ করিবেন।

(২) যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণ যৌথভাবে এবং এককভাবে শেয়ারের জন্য তলবকৃত অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) বোর্ড শেয়ারের জন্য তলবকৃত অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা, সময় সময়, বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) যদি শেয়ার ইস্যুর শর্তাবলি অনুসারে বা অন্য কোনভাবে শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক তাহার শেয়ারের উপর প্রদানযোগ্য অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা কিস্তিতে প্রদেয় হয়, তাহা হইলে উক্ত অর্থ এমনভাবে প্রদেয় হইবে যেন উক্ত শেয়ারের অর্থ পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট করিয়া যথাযথভাবে তলব করা হইয়াছে।

(৫) কোন শেয়ারের জন্য তলবকৃত মূল্য বা কোন নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ্য অর্থ তজ্জন্য নির্ধারিত তারিখে বা তৎপূর্বে পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে যে শেয়ারহোল্ডারের নিকট হইতে উক্ত অর্থ বকেয়া রহিয়াছে তিনি উক্ত তারিখের পরবর্তী যে তারিখে উহা পরিশোধ করা হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত অপরিশোধিত অর্থের উপর প্রচলিত ব্যাংক হারের ১ (এক) শতাংশ অধিক হারে সুদ পরিশোধ করিবে।

(৬) কোন শেয়ারহোল্ডার তৎকর্তৃক ধারণকৃত শেয়ারের অতলবকৃত বা অপরিশোধিত মূল্যের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অগ্রিম পরিশোধ করিতে চাহিলে, বোর্ড, উহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায়, তাহার নিকট হইতে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং উক্তরূপে অগ্রিম গৃহীত অর্থের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ (উক্ত অগ্রিম নগদ প্রদেয় না হওয়া পর্যন্ত) শেয়ারহোল্ডার এবং বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা মোতাবেক নির্ধারিত হারে পরিশোধ করা যাইবে (তবে উহা প্রচলিত ব্যাংক হারের ১ (এক) শতাংশের অধিক হইবে না)।

২৬। **বাজেয়াপ্তি।**—

(১) কোন শেয়ারহোল্ডার, কোন শেয়ারের আসল বা উহার সুদ হিসাবে তলবি শেয়ারের মূল্য বা উহার কিস্তি বা শেয়ারের উপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রদেয় কোন অর্থের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ এতদুদ্দেশ্যে ধার্যকৃত দিনে বা তৎপূর্বে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, বোর্ড উক্ত তলবি মূল্য বা উহার কিস্তি বা শেয়ারের উপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রদেয় অন্যান্য অর্থের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অপরিশোধিত থাকাকালীন উক্ত শেয়ারহোল্ডার বা স্বত্বান্তরের মাধ্যমে শেয়ারে স্বত্ববান ব্যক্তি বরাবর (যদি থাকে) উক্ত তলবি মূল্য বা উহার কিস্তি বা অপরিশোধিত অর্থ সুদসহ পরিশোধ করিবার জন্য নোটিশ জারি করিতে পারিবে।

(২) যে তারিখে বা যাহার পূর্বে পরিশোধ সম্পন্ন করিবার জন্য নোটিশে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, বাজেয়াপ্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নোটিশে তৎব্যতীত অপর একটি তারিখ (নোটিশ জারির তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিন উত্তীর্ণের পূর্বে নহে) ধার্য করিয়া দিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশে আরও উল্লেখ থাকিবে যে, ধার্যকৃত তারিখে বা তৎপূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে তলবি মূল্য বা উহার কিস্তি পরিশোধ করা না হইলে, যে শেয়ারের ব্যাপারে উক্ত তলব বা কিস্তি প্রদেয় হইয়াছে, উহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(৩) পূর্বোক্ত নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশ প্রতিপালিত না হইলে, যে শেয়ার সম্পর্কে নোটিশ প্রদত্ত হইয়াছে উক্ত শেয়ার, নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধের পূর্বে, তৎপরবর্তী যে কোন সময়, এতদ্বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে। উক্ত বাজেয়াপ্তির মধ্যে বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার বা বাজেয়াপ্তির পূর্বে প্রকৃতপক্ষে যে শেয়ারের অর্থ পরিশোধ করা হয় নাই সেই শেয়ারের ঘোষিত সকল লভ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) যদি কোন শেয়ার এইরূপে বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বাজেয়াপ্তির তারিখসহ বিষয়টি শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৫) উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত যে কোন শেয়ার বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে ও পদ্ধতিতে, উহার মূল শেয়ারহোল্ডার বা অন্যকোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা যাইবে, পুনঃবরাদ্দ দেওয়া যাইবে, বা অন্যভাবে নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(৬) বোর্ড, এইরূপে বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার বিক্রয়, পুনঃবরাদ্দ বা অন্যভাবে নিষ্পত্তির পূর্বে যে কোন সময়, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে, উক্ত বাজেয়াপ্তি বাতিল করিতে পারিবে ।

(৭) যদি কোন ব্যক্তির শেয়ারসমূহ বাজেয়াপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ারের বিষয়ে তিনি আর সদস্য থাকিবেন না, তবে বাজেয়াপ্তি সত্ত্বেও বাজেয়াপ্তির তারিখে তৎকর্তৃক উক্ত শেয়ারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে/নগদে পরিশোধ্য সকল অর্থ বাজেয়াপ্তির তারিখ হইতে পরিশোধ না করা পর্যন্ত সময়ে বার্ষিক ৬ (ছয়) শতাংশ সুদসহ কর্পোরেশনের নিকট পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন, এবং কর্পোরেশন উক্ত অর্থ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৮) শেয়ারের মূল্য তলব করা হইয়াছে এবং এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে মর্মে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত সার্টিফিকেট, উক্ত শেয়ারে স্বত্ববান সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে শেয়ারটির বাজেয়াপ্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(৯) কোন শেয়ার বিক্রয়, পুনঃবরাদ্দ, বা অন্যকোনভাবে নিষ্পত্তির পর, পণের বিনিময়ে উক্ত শেয়ারের বিপরীতে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত রসিদ উক্ত শেয়ারের উত্তম স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে এবং যে ব্যক্তির অনুকূলে উক্ত শেয়ার বিক্রয়, পুনঃবরাদ্দ বা নিষ্পত্তি করা হইয়াছে তিনি উক্ত শেয়ারের হোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবেন এবং পণের অর্থ, যদি থাকে, কিরূপে ব্যয় করা হয় তৎবিষয়ে দেখিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন না অথবা বাজেয়াপ্তি, বিক্রয়, পুনঃবরাদ্দ বা অন্যভাবে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অনিয়ম বা অসিদ্ধতার কারণে উক্ত শেয়ারে তাহার স্বত্ব ক্ষুণ্ন হইবে না।

২৭। **পূর্বস্বত্ব** ।—

(১) কর্পোরেশনের নিকট সকল ঋণ, দায়দেনা এবং কর্পোরেশনের সহিত এককভাবে বা অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে সম্পাদিত চুক্তির প্রেক্ষিতে, সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধকৃত শেয়ার ব্যতীত, শেয়ারহোল্ডারের নামে (এককভাবে বা অন্যের সহিত যৌথভাবে) নিবন্ধিত প্রত্যেক শেয়ারের উপর, যাহার মূল্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার ভূ-সম্পত্তি হইতে তাৎক্ষণিকভাবে কর্পোরেশনকে প্রদেয়, কর্পোরেশনের প্রথম এবং সর্বোচ্চ পূর্বস্বত্ব থাকিবে।

(২) কর্পোরেশন অর্থ আদায়ের জন্য উক্ত শেয়ারহোল্ডারের শেয়ারসমূহ বিক্রয় করিতে, এবং উহাদের উপর প্রদেয় লভ্যাংশ/ডিভিডেন্ড হইতে উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে পরিমাণ অর্থের বিপরীতে পূর্বস্বত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে উহা উল্লেখপূর্বক অর্থ পরিশোধের দাবি করিয়া শেয়ারের আপাতত নিবন্ধিত হোল্ডারগণকে বা তাহার মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের কারণে যিনি উক্ত শেয়ারের অধিকারী হন তাহাকে লিখিত নোটিশ জারির পর ১৪ (চৌদ্দ) দিন অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন শেয়ার বিক্রয় করা যাইবে না।

(৩) বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদ্যমান পূর্বস্বত্বের অর্থের তাৎক্ষণিকভাবে প্রদেয় অংশ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে, এবং অবশিষ্টাংশ (উক্ত বিক্রয়ের পূর্বে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদেয় নহে এইরূপ অর্থের জন্য শেয়ারের উপর একইরকমের পূর্বস্বত্ব বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে) কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা করিতে হইবে।

(৪) এইরূপে বিক্রীত শেয়ারের ক্রেতা শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবেন, এবং তিনি শেয়ার বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কিরূপে ব্যয় করা হয় তৎবিষয়ে দেখিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন না বা উক্ত শেয়ার বিক্রয়ের কার্যক্রমে কোন অনিয়ম বা অবৈধতার কারণে উক্ত শেয়ারে তাহার স্বত্ব ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৫) দফা (৩) এবং (৪) এর বিধানাবলি, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনপূর্বক উক্ত শেয়ারসমূহের উপর প্রদেয় লভ্যাংশের/ ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৮। **শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্তকরণ**।—শেয়ারসমূহ, বোর্ড সময় সময় যেইরূপ নির্দিষ্ট করিবে সেইরূপে, বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত হইবে।

২৯। **শেয়ারহোল্ডারগণের তালিকা এবং সারসংক্ষেপ**।—(১) কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসে একবার, সর্বশেষ আর্থিক বৎসর সমাপ্তির তারিখ পর্যন্ত শেয়ারহোল্ডার ছিলেন এইরূপ সকল ব্যক্তির এবং সর্বশেষ আর্থিক বৎসর সমাপ্তির তারিখ হইতে শেয়ারহোল্ডারের সমাপ্তি ঘটিয়াছে এইরূপ সকল ব্যক্তির বা (প্রথম তালিকার ক্ষেত্রে) কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন হইতে শেয়ারহোল্ডার ছিলেন বা সমাপ্তি হইয়াছে এইরূপ সকল ব্যক্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) উক্ত তালিকায় সাবেক ও বর্তমান সকল শেয়ারহোল্ডারের নাম, ঠিকানা এবং তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ এবং বিগত আর্থিক বৎসর সমাপ্তির দিনে বিদ্যমান প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ার সংখ্যার উল্লেখ থাকিবে এবং সর্বশেষ তালিকার দিন হইতে বা (প্রথম তালিকার ক্ষেত্রে) কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন হইতে যথাক্রমে যে সকল ব্যক্তি এখনও শেয়ারহোল্ডার রহিয়াছেন এবং যাহাদের শেয়ারহোল্ডারের সমাপ্তি হইয়াছে তাহাদের দ্বারা হস্তান্তরিত শেয়ারের সংখ্যা এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ উল্লেখ থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিবরণ উল্লেখক্রমে একটি সার-সংক্ষেপ থাকিবে:

(ক) কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ এবং উহা যতগুলি শেয়ারে বিভক্ত করা হইয়াছে উহার সংখ্যা;

(খ) কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে সর্বশেষ আর্থিক বৎসর সমাপ্তির তারিখ পর্যন্ত গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা;

(গ) সর্বশেষ তালিকার তারিখ হইতে যে কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের জন্য, বা সর্বশেষ আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইবার তারিখে উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের মধ্যে যেগুলি অবলোপন হয় নাই উহার জন্য, কমিশন হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থের মোট পরিমাণ (যদি থাকে);

(ঘ) সর্বশেষ আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইবার তারিখে যে সকল ব্যক্তি পরিচালক হিসাবে রহিয়াছেন এবং যে তারিখে তাহারা স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন উক্ত তারিখসহ সর্বশেষ তালিকার দিন হইতে যাহারা ব্যবস্থাপক হিসাবে (যদি থাকে) রহিয়াছেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা;

(ঙ) কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত জামানতের বিপরীতে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে পরিশোধ্য মোট ঋণের পরিমাণ;

(৩) উক্ত তালিকা এবং সার-সংক্ষেপ শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহির একটি পৃথক অংশে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের একত্রিশ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

৩০। **মিউচ্যুয়াল ফান্ড**।–(১) কর্পোরেশন, সময় সময়, বোর্ড কর্তৃক প্রতি ক্ষেত্রে যেইরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ শ্রেণিসমূহে এবং সিকিউরিটিজের জন্য ''আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড'' গঠন করিতে ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) প্রতিটি আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বোর্ড যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ সমান শ্রেণির অংশে বা শেয়ারে বিভক্ত হইবে। উক্ত শেয়ার বা অংশসমূহ বৃহত্তর শ্রেণি/এককে বা ক্ষুদ্রতর শ্রেণির শেয়ার বা অংশে উপবিভক্ত করা যাইবে এবং আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সময় সময়, বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাইবে।

(৩) আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রতিটি অংশ বা শেয়ার উক্ত অংশ বা শেয়ারের শ্রেণির সমপরিমাণে এক শ্রেণির একটি সার্টিফিকেট দ্বারা ঘোষিত হইবে।

(৪) একটি আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট, স্টক এক্সচেঞ্জের অনুমতি সাপেক্ষে, বোর্ড যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপে, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত এবং উদ্ধৃত করা/ অভিহিত হইবে।

(৫) উক্ত আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট একটি অস্থায়ী সম্পত্তি হইবে ও অবাধে হস্তান্তরযোগ্য হইবে। বোর্ড, প্রতারণা বা ইহার শর্তাবলি অমান্যের কারণ ব্যতীত, যে কোন আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিবে না।

(৬) আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট দ্বারা আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে অর্জিত নীট মুনাফা অর্জন করিবার, এবং বোনাস শেয়ার এবং রাইট শেয়ারের মাধ্যমে উক্ত ফান্ডে অর্জিত সকল পরিবৃদ্ধি গ্রহণের/প্রাপ্তির সমান অধিকার থাকিবে। উক্ত আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অন্য কোন সার্টিফিকেটের উপর, কোন সার্টিফিকেটের প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার থাকিবে না। সার্টিফিকেটের প্রত্যেক ধারকের তৎকর্তৃক ধারণকৃত এবং তাহার নামে নিবন্ধিত সার্টিফিকেটের সংখ্যার অনুপাতে ফান্ডের সম্পত্তিতে অখণ্ড মালিকানা রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৭) সকল আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট, এই প্রবিধানমালা এবং **ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪** এবং সময় সময় তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং প্রবিধানমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, অর্জন, ধারণ এবং হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৮) আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট, বোর্ড কর্তৃক প্রতি ক্ষেত্রে যেইরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ পদ্ধতিতে, জনসাধারণ বা প্রতিষ্ঠান, এককব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণি বা উহার সকল বা কতিপয়ের জন্য বিক্রয় বা চাঁদার জন্য প্রস্তাব করা যাইবে।

সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট

(৯) প্রতিটি আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেটের জন্য একটি সার্টিফিকেট সংখ্যা বরাদ্দ করিতে হইবে এবং উক্ত সার্টিফিকেট উক্ত সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হইবে।

(১০) প্রবিধি ৭ হইতে প্রবিধি ১০, প্রবিধি ১২ হইতে প্রবিধি ২০ এর বিধানাবলি (হস্তান্তর দলিলের নমুনা ব্যতীত) এবং প্রবিধি ২১ হইতে প্রবিধি ২৪ এর বিধানাবলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজনসহ যতদূর সম্ভব এই প্রবিধানমালার সহিত সামঞ্জস্য হওয়া সাপেক্ষে, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং উহাতে উল্লিখিত "শেয়ার" ও "সার্টিফিকেট" এর বরাতসমূহ যথাক্রমে "আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড" এবং "আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট" হিসাবে, এবং বিশেষভাবে প্রবিধি ১৮ এর উপ-প্রবিধি (৬) এবং প্রবিধি ২১ হইতে প্রবিধি ২৪ এ উল্লিখিত "ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সচিব যৌথভাবে" এর বরাতসমূহ যথাক্রমে "ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক" হিসাবে, এবং সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকের অনুপস্থিতিতে অন্যান্য মহাব্যবস্থাপক বা এই কর্পোরেশনের সচিব যৌথভাবে " হিসাবে গৃহীত হইবে।

(১১) একজন সার্টিফিকেট ধারক তাহার সার্টিফিকেটটি কেবলমাত্র বা মূলত নিম্নবর্ণিত ফরমে লিখিত দলিল দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিবেন:

হস্তান্তর দলিল

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

আমি/আমরা (নাম/ঠিকানা)----------(হস্তান্তর-গ্রহীতার নাম/ঠিকানা) ---------- কে, অতঃপর হস্তান্তর-গ্রহীতা হিসাবে অভিহিত, তৎকর্তৃক আমাকে/আমাদিগকে পরিশোধকৃত ----------টাকা পণ মূল্যের বিনিময়ে ---------- ----------নং আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট হস্তান্তর করিলাম যাহা উক্ত হস্তান্তর-গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ, তাহার/তাহাদের নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ ও স্বত্ব নিয়োগিগণ (অ্যাসাইনিগণ) আইসিবি যে সকল শর্তে আমাকে/আমাদিগকে উক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট ইস্যু ও বিক্রয় করিয়াছিল এবং এই দলিল সম্পাদনকালে যে সকল শর্তে উহা আমি/আমরা ধারণ করিতাম সেই সকল শর্ত সাপেক্ষে, ধারণ করিতে পারিবেন, এবং আমি/আমরা ও উক্ত হস্তান্তর-গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ এতদ্দ্বারা উহাতে সম্মত হইলাম ও পূর্বোক্ত শর্তে উক্ত সার্টিফিকেটসমূহ গ্রহণে সম্মত হইলাম। হস্তান্তর-গ্রহীতা/ গ্রহীতাগণ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছে যে, তিনি/তাহারা বাংলাদেশের নাগরিক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক নহে।

অদ্য---------সালের----------খ্রি. তারিখে আমরা, হস্তান্তর দাতা ও হস্তান্তর-গ্রহীতা, নিম্নে সাক্ষীর সম্মুখে স্ব স্ব স্বাক্ষর করিলাম।

হস্তান্তর দাতার স্বাক্ষর: ঠিকানা:	হস্তান্তর-গ্রহীতার স্বাক্ষর: ঠিকানা:
উপরিউল্লিখিত হস্তান্তর দাতা নিম্নবর্ণিত সাক্ষীর সম্মুখে স্বাক্ষর করিল:	উপরিউল্লিখিত হস্তান্তর-গ্রহীতা নিম্নবর্ণিত সাক্ষীর সম্মুখে স্বাক্ষর করিল:
সাক্ষীর স্বাক্ষর: পেশা: ঠিকানা:	সাক্ষীর স্বাক্ষর: পেশা: ঠিকানা:

---------নং নিবন্ধন বহিতে---------আর.এফ. হস্তান্তর নং-------- এ অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

ক্রয়কারীর নমুনা স্বাক্ষর:
পরিচালক----------
তারিখ----------

(১২) সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট বিক্রয়ের বা চাঁদার প্রস্তাব করা যাইবে।

(১৩) প্রত্যেক আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদি হইবে এবং সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও এতদুদ্দেশ্যে পরিসম্পদ বণ্টনের বিষয়ে নির্ধারিত শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে উহার সমাপ্তি বা বিলোপ/অবসান ঘটানো যাইবে না।

তবে ডিমেটেরিয়েলাইজেশনকৃত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে সিডিবিএল এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৩১। **আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা**।–

(১) আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠন করে এইরূপ আইসিবি শেয়ারহোল্ডিং (''ফান্ড শেয়ারহোল্ডিং'' হিসাবে অভিহিত) সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহের শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে কর্পোরেশনের নামে নিবন্ধনক্রমে অব্যাহত রাখা যাইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সংঘবিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্পোরেশন কর্তৃক, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট হোল্ডারগণের (''সার্টিফিকেট হোল্ডারগণ'' হিসাবে অভিহিত) স্বার্থে, ফান্ড শেয়ারহোল্ডিং রাখিয়া দেওয়া (রিটেইন) ও ধারণ করা যাইবে।

(৩) কর্পোরেশন ফান্ড শেয়ারহোল্ডিং সম্পর্কিত সকল ডিভিডেন্ড/লভ্যাংশ ও অন্যান্য আয় গ্রহণ করিবে এবং সার্টিফিকেট হোল্ডারদের রেফারেন্স ব্যতীত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হিসাবে ফান্ড শেয়ারহোল্ডিং সম্পর্কিত কারবার ও কার্য সম্পাদন করিবে এবং উক্ত কারবারের মধ্যে আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আয় হইতে বোনাস শেয়ার ও রাইট শেয়ার অর্জন অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) কর্পোরেশন আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত বিষয়াদি ও উহার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টাফ বরাদ্দ করিবে এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল ব্যয় উক্ত ফান্ডের হিসাবে বিকলন করিবে। কর্পোরেশন, কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে, উহার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যয়ের পরিমাণও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) কর্পোরেশন কোন আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত আয়-ব্যয় সম্পর্কিত পৃথক হিসাববহি সংরক্ষণ করিবে। উক্ত হিসাববহি কেবল কর্পোরেশনের পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং কোন আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আয়-ব্যয়ের বিষয়ে পরিচালনা বোর্ড ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কর্পোরেশনের জবাবদিহিতা থাকিবে না।

(৬) আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের হিসাবপত্র প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরের জুন মাসের শেষ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বৎসর ভিত্তিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের হিসাবপত্র প্রত্যেক বৎসর অন্তত একবার কোন স্বাধীন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা করাইতে হইবে। নিরীক্ষা ফি সংশ্লিষ্ট ফান্ডের আয়ের বিপরীতে ধার্য ও উক্ত আয় হইতে পরিশোধ করিতে হইবে। কর্পোরেশন, প্রত্যেক নিরীক্ষার পর, যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত, সকল নিবন্ধিত সার্টিফিকেট হোল্ডারদের মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগকারীগণকে প্রথামাফিক যে সকল আর্থিক বিবৃতি ও অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করা হয় সেই সকল বিবৃতি ও তথ্যসহ উক্তরূপ নিরীক্ষার একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করিবে।

(৮) কোন আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হইতে আদায়কৃত নীট আয় ও নীট মূলধনি লাভ প্রতি বৎসর অন্তত একবার নিবন্ধিত সার্টিফিকেট হোল্ডারদের তাহাদের ধারণকৃত সার্টিফিকেটের সংখ্যানুপাতে বণ্টন করিতে হইবে।

(৯) ফান্ড শেয়ারহোল্ডিং সম্পর্কিত অর্জিত বোনাস শেয়ার ও রাইট শেয়ারসমূহ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের পোর্টফোলিওতে যুক্ত করা যাইবে অথবা, কর্পোরেশনের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় বিক্রয় করা যাইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত ফান্ডের আয়ের সহিত যুক্ত হইবে।

(১০) বোর্ডের মতে সার্টিফিকেট হোল্ডারদের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং পুঁজি বাজার ও বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ বিবেচনায় যেইরূপ প্রয়োজন এবং বাণিজ্যিক বিবেচনায় ন্যায্য হইবে কর্পোরেশন সেইরূপ অন্যান্য সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(১১) লভ্যাংশ/ডিভিডেন্ড ঘোষণার ১ (এক) বৎসর পর অদাবিকৃত সকল লভ্যাংশ/ডিভিডেন্ড দাবি না করা পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক ফান্ডের কল্যাণে বিনিয়োগ বা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে এবং উক্ত ঘোষণার পর ৬(ছয়) বৎসর পর্যন্ত অদাবিকৃত সকল লভ্যাংশ/ডিভিডেন্ড বোর্ড কর্তৃক ফান্ডের কল্যাণে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

৩২। **আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের পরিসম্পদ**।–আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট হোল্ডারদের সংশ্লিষ্ট ফান্ডের পরিসম্পদের উপর অবাধ মালিকানা থাকিবে। কর্পোরেশনের অবসায়ন হইলে, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের পরিসম্পদ কর্পোরেশনের পরিসম্পদ হিসাবে গণ্য হইবে না।

তৃতীয় ভাগ

শেয়ার হোল্ডারগণের সভা ও কার্যপদ্ধতি
(১) সাধারণ সভা

৩৩ । **সাধারণ সভা** ।—

শেয়ারহোল্ডারগণের সাধারণ সভা বলিতে শেয়ারহোল্ডারগণের বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সভাকে বুঝাইবে এবং "সাধারণ সভা" অর্থে উক্ত উভয় বা যে কোন সভাকে বুঝাইবে।

৩৪ । **বার্ষিক সাধারণ সভা** ।—

কর্পোরেশন শেয়ারহোল্ডারগণের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবার কমপক্ষে ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারকে উক্ত বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসহ উক্ত বৎসরে কর্পোরেশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করিবে।

৩৫ । **সাধারণ সভার নোটিশ** ।—

(১) কমপক্ষে ১৫(পনের) দিনের লিখিত নোটিশ দ্বারা কোন সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে। উক্ত নোটিসে, সভার আলোচ্য কার্যক্রম এবং বিশেষ সভার ক্ষেত্রে, আলোচ্য কার্যক্রমের সাধারণ প্রকৃতিও উল্লেখ করিতে হইবে এবং সভার স্থান, তারিখ ও সময়ের উল্লেখ থাকিবে এবং উহাতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক, অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে সচিব কর্তৃক স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং এই প্রবিধানমালায় নোটিশ জারির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারের নিকট জারি করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ।—প্রবিধি ৩৪ ও ৩৫ এ উল্লিখিত "১৫ (পনের) দিন" অর্থ কোন সংবাদপত্র বা গেজেটে নোটিশটি প্রকাশ করিলে শেয়ারহোল্ডারগণ স্বাভাবিকভাবে যে তারিখে নির্দিষ্ট দলিলাদি বা নোটিশ প্রাপ্ত হইত সেই তারিখ, নোটিশ প্রকাশের তারিখ ও সভার তারিখের মধ্যবর্তী পূর্ণ ১৫ (পনের) দিন।

(২) দুর্ঘটনাবশত কোন শেয়ারহোল্ডারকে সাধারণ সভার নোটিশ প্রদান করা না হইলে অথবা কোন শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক নোটিশ গৃহীত না হইলে, তজ্জন্য উক্ত সভার বা উহার মুলতুবি সভার কোন কার্যক্রম অবৈধ হইবে না, অথবা এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত শেয়ারহোল্ডারের সভায় উপস্থিত হইবার ও ভোট প্রদানের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

৩৬ । **ভোট প্রদান** ।—

(১) ভোট প্রদানে অধিকারী প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের একটি ভোট থাকিবে যাহা তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিলে হস্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) ভোট প্রদানে অধিকারী প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের কোন ভোট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রতি ৫ (পাঁচ) টি শেয়ারের জন্য একটি ভোট থাকিবে যাহা তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা প্রক্সির মাধ্যমে প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ।—(১) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, অন্যান্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোন প্রতিষ্ঠান শেয়ারহোল্ডার হইলে কোন সাধারণ সভায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে যদি এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন পরিচালক/এজেন্ট/কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত থাকেন এবং উক্ত সভায় অনুরূপ ক্ষমতাপত্র উপস্থাপন করা হইলে উহা তাহার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা সম্পর্কিত পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার শেয়ারহোল্ডার হিসাবে কোন সাধারণ সভায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে যদি সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তা অনুরূপ সভায় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(২) কোন সাধারণ সভায় যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণ "ব্যক্তিগতভাবে" উপস্থিত রহিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে যদি নিবন্ধন বহিতে প্রথম যে যৌথ শেয়ারহোল্ডারের নাম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকেন অথবা এতদুদ্দেশ্যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দ্বারা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার কোন অ্যাটর্নির মাধ্যমে উপস্থিত থাকেন। ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে প্রথম যে যৌথ শেয়ারহোল্ডারের নাম রহিয়াছে তিনি একক শেয়ারহোল্ডার হিসাবে গণ্য হইবেন এবং কেবল তিনিই ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) পূর্বোক্ত (২) নং ব্যাখ্যার বিধানাবলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনপূর্বক কোন মৃত একক শেয়ারহোল্ডারের নিবন্ধিত সহ-নির্বাহক ও সহ-প্রশাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) নিবন্ধনের পর কোন শেয়ারহোল্ডার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গেলে, যথাযথভাবে নিযুক্ত তাহার অভিভাবক, এবং নিবন্ধনের পর কোন শেয়ারহোল্ডার উন্মাদ হইলে, লুনেসি অ্যাক্ট এর অধীন নিযুক্ত তাহার কিউরেটর শেয়ারহোল্ডার হিসাবে গণ্য হইবেন যদি তিনি শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে অনুরূপভাবে নিবন্ধিত হন।

(৫) আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) ও (খ) এর অধীন শেয়ারহোল্ডারগণ আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর বিধান অনুসারে পরিচালক নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকারী হইবে না।

৩৭। প্রক্সি।–(১) প্রক্সি নিযুক্তির দলিল লিখিত হইতে হইবে এবং, কোন ব্যক্তি-শেয়ারহোল্ডারের ক্ষেত্রে, উহা সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারের স্বহস্তে লিখিত বা এতদুদ্দেশ্যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দ্বারা যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার কোন অ্যাটর্নি কর্তৃক লিখিত হইতে হইবে, এবং কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উহার সাধারণ সিলমোহরাঙ্কিত করিয়া এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন অ্যাটর্নি কর্তৃক লিখিত হইতে হইবে।
(২) কোন প্রক্সি বৈধ হইবে না যদি না উহাতে তারিখ উল্লেখ করা থাকে এবং উহা কর্পোরেশনে দাখিলের পূর্বে যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত করা হয়।
(৩) কোন প্রক্সি কেবল একটি সভার জন্য বৈধ হইবে যদি উহা বিশেষভাবে কেবল উক্ত সভায় বা উহার কোন মুলতুবি সভায় ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয়।
(৪) এইরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রক্সি হিসাবে নিযুক্ত করা যাইবে না অথবা কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসাবে কার্য করিবেন না যিনি যে সভায় প্রক্সি দেওয়া হইবে সেই সভায় ভোট প্রদানের যোগ্য কোন শেয়ারহোল্ডার না হন।
(৫) কোন শেয়ারহোল্ডারের প্রতিনিধি, অ্যাটর্নি বা প্রক্সি কেহই কোন সাধারণ সভায় ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না, যদি শেয়ারহোল্ডার স্বয়ং ভোট প্রদানের অধিকারী না হন।

(৬) প্রক্সির দলিল সাধারণত বা মূলত নিম্নবর্ণিত ফরমে হইবে:

"ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ"

আমি,----------বিও/ফলিও নং----------(ঠিকানা)---------- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (অতঃপর 'কর্পোরেশন' হিসাবে অভিহিত) এর ---------টি শেয়ার ধারক হিসেবে একজন নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডার, এতদ্দ্বারা কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডার জনাব---------- বিও/ফলিও নং----------(প্রক্সির নাম/ঠিকানা)কে ২০------- সনের---------- তারিখে----------ঘটিকায় অনুষ্ঠিতব্য কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডারগণের বিশেষ/বার্ষিক সাধারণ সভায় ও উহার কোন মুলতুবি সভায় আমার পক্ষে আমার প্রক্সি হিসাবে ভোট প্রদানের জন্য নিয়োগ করিলাম।

নিয়োগকারীর স্বাক্ষর
তারিখ-------
(*অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন)

সেক্রেটারীয়াল ডিপার্টমেন্ট

৩৮। **নিয়োগের দলিল দাখিল**।—(১) কোন প্রক্সি বৈধ হইবে না যদি না উহা যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা অন্য কোন কর্তৃত্বনামা বলে (যদি থাকে) উহা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা কর্তৃত্বনামা অথবা নোটারি পাবলিক কর্তৃক প্রত্যায়িত উহার জাবেদা নকল সহযোগে যে সভায় প্রক্সি দেওয়া হইবে সেই সভা অনুষ্ঠিত হইবার কমপক্ষে **৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা** পূর্বে **অফিস চলাকালীন সময়ের** মধ্যে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করা হয়।

(২) কোন অ্যাটর্নি ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না, যদি না তাহার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সাধারণ সভার কমপক্ষে **৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা** পূর্বে কর্পোরেশনের রেকর্ডে নিবন্ধিত হয় অথবা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা নোটারি পাবলিক কর্তৃক প্রত্যায়িত উহার জাবেদা নকল কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করা হয়।

ব্যাখা।—"**৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা**" অর্থ সভার জন্য নির্ধারিত তারিখ এবং দাখিলের তারিখের মধ্যবর্তী **৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা** ।

(৩) কর্পোরেশনের রেকর্ডে কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিবন্ধিত হওয়া সত্ত্বেও শেয়ারহোল্ডার বা অ্যাটর্নিকে মূল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দাখিল করিতে হইবে এবং উহা কর্পোরেশনে দাখিল করা না হইলে অ্যাটর্নি সংশ্লিষ্ট সাধারণ সভায় ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না, যদি না কর্পোরেশন উহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় অনুরূপ দাখিল অব্যাহতি প্রদান করে।

(৪) কর্পোরেশনে দাখিলকৃত প্রক্সির দলিল বা ফটোকপি বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অনুলিপি ফেরত প্রদান করা হইবে না।

(৫) এই প্রবিধানের অধীন দাখিলকৃত প্রক্সির দলিল বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি রদযোগ্য হইবে না, যদি না নিয়োগকারী (গ্যারান্টর) কর্তৃক যে ব্যক্তির অনুকূলে প্রক্সি বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি মঞ্জুর বা সম্পাদন করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া স্বহস্তে লিখিত নোটিশ দ্বারা উহা রদ করা হয় এবং যে সময়সীমার মধ্যে প্রক্সির দলিল বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি কর্পোরশনে দাখিলের জন্য নির্ধারিত সেই সময়সীমার মধ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত হয়।

(৬) যদি একই শেয়ারের জন্য দুই বা ততোধিক প্রক্সির দলিল দাখিল করা হয় এবং প্রক্সির দলিল কর্পোরেশনে দাখিলের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখে বা উহার পূর্বে দফা (৫) এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে উক্ত দলিলসমূহের একটি ব্যতীত অন্যান্যগুলি যথাযথভাবে রদ করা না হয়, তাহা হইলে অনুরূপ প্রক্সির সকল দলিল অবৈধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৭) কোন প্রক্সির যথাযথ রদকরণ এই প্রবিধান দ্বারা প্রক্সি দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অন্য একটি প্রক্সির দলিল দাখিলকে বারিত করিবে না।

(৮) এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শেয়ারহোল্ডার বা অ্যাটর্নি যিনি বা যাহার পক্ষে প্রক্সি দেওয়া হইবে তিনি অনুরূপ প্রক্সি অরদযোগ্য হইবার পর যে সভায় প্রক্সি দেওয়া হইবে সেই সভায় ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইবার বা ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না।

(৯) নিয়োগকারী বা মুখ্য ব্যক্তি (প্রিন্সিপাল) পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলেও, প্রক্সির দলিল বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নির শর্তানুসারে তাহার পক্ষে প্রদেয় ভোট অবৈধ হইবে না, যদি না কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুরূপ মৃত্যু সম্পর্কিত লিখিত নির্ভরযোগ্য সংবাদ গৃহীত হয় এবং সাধারণ সভার চেয়ারম্যানকে সংশ্লিষ্ট সভা বা উহার মুলতুবি সভা শুরুর পূর্বে সময়মত অবহিত করা হয়।

(১০) যে সাধারণ সভায় বা উহার মুলতুবি সভায় ভোট প্রদানের বিষয়ে আপত্তি করা হয় সেই সাধারণ সভা বা উহার মুলতুবি সভা ব্যতীত, কোন শেয়ারহোল্ডারের ভোট প্রদানের যোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না। সময়মত উত্থাপিত আপত্তির বিষয়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(২) সাধারণ সভার কার্যধারা

৩৯। **শেয়ারহোল্ডারগণের উপস্থিতি/হাজিরা**।—কোন সাধারণ সভায় যোগদানকারী কোন শেয়ারহোল্ডার তাহার ভোটাধিকার সনাক্ত ও নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ফরম পূরণক্রমে স্বাক্ষর করিয়া কর্পোরেশনে দাখিল করিবেন:-

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
শেয়ারহোল্ডারগণের বার্ষিক সাধারণ/বিশেষ সভা

নং- বিবরণ তারিখ:

(১) নাম (স্পষ্ট অক্ষরে):
(২) নিবন্ধিত ঠিকানা:
(৩) ফলিও/বিও হিসাব নম্বর:
(৪) নিবন্ধিত শেয়ার সংখ্যা:
(৫) পূর্বে নিবন্ধিত হইয়াছিল কিনা (সভার তিন মাস পূর্বে) :
(৬) ব্যক্তিগতভাবে ভোট প্রদান:
(৭) প্রক্সির মাধ্যমে ভোট প্রদান:

শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষর

৪০। **কোরাম**।—

(১) কোন সাধারণ সভায় ভোট প্রদানযোগ্য ৫ (পাঁচ) জন শেয়ারহোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং কার্যক্রম শুরুর পর কোরাম পূরণ না থাকিলে কোন সাধারণ সভার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে না।

(২) কোন সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে কোরাম পূরণ না হইলে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সভাটি পরবর্তী সপ্তাহের একই দিনে, সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠানের জন্য মুলতুবি হইবে; এবং যদি মুলতুবি সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে কোরাম পূরণ না হয়, তাহা হইলে সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণের দ্বারাই কোরাম গঠিত হইবে।

৪১। **সভাপতি** ।—

(১) বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রত্যেক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) যদি সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে চেয়ারম্যান উপস্থিত না হন, তাহা হইলে সভায় উপস্থিত পরিচালকগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজন পরিচালককে সভার সভাপতি হিসাবে নির্বাচন করিতে পারিবেন, যিনি সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। অনুরূপ কোন পরিচালকের সভাপতি হিসাবে সভায় সভাপতিত্বের ব্যর্থতায় সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ উপস্থিত পরিচালকগণের একজনকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচন করিতে পারিবেন এবং যদি কোন পরিচালকই সভায় সভাপতিত্ব করিতে ইচ্ছুক না হন, তাহা হইলে উক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ তাহাদের মধ্যে একজন শেয়ারহোল্ডারকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচন করিতে পারিবেন।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য থাকিলে, চেয়ারম্যান নির্বাচন ব্যতীত কোন সাধারণ সভার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে না।

৪২। **সাধারণ সভা স্থগিতকরণ**।—

কোন সাধারণ সভা আহ্বানের পর বোর্ড যে কোন সময় উহা স্থগিত করিতে পারিবে।

৪৩। **মুলতুবিকরণ**।—
চেয়ারম্যান কোন সাধারণ সভা, সময় সময় ও স্থানে স্থানে, মুলতুবি করিতে পারিবেন। তবে সভার কার্যক্রমের যে পর্যায়ে সভা মুলতুবি করা হইবে, সেই পর্যায় হইতে সভার অবশিষ্ট কার্যক্রম ব্যতীত মুলতুবি সভায় আর কোন কার্যক্রম পরিচালিত হইবে না।

সেক্রেটারীয়াল ডিপার্টমেন্ট

৪৪। **সিদ্ধান্ত বা রেজলুশন**।–

(১) কোন সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন রেজলুশন ভোটে দেওয়া হইলে রেজলুশনটি গ্রহণের ব্যাপারে হস্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, যদি না সভায় উপস্থিত অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন ভোট প্রদানের অধিকারী শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক (হস্ত প্রদর্শনের ফলাফল ঘোষণার পূর্বে বা অব্যবহিত পরে) লিখিতভাবে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি করা হয় এবং যদি অনুরূপ ভোটের দাবি করা না হয়, তাহা হইলে হস্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সভাপতি কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করিতে হইবে যে, সর্বসম্মতিক্রমে বা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রেজলুশনটি গৃহীত হইল অথবা রেজলুশনটি গৃহীত হইল না এবং উক্তরূপ ঘোষণা চূড়ান্ত ও বাধ্যকর হইবে, এবং কর্পোরেশনের কার্যক্রম বহিতে এতৎসম্পর্কিত ভুক্তি, উক্ত রেজলুশনের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের আনুপাতিক সংখ্যা নির্বিশেষে, চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে।

(২) যদি যথাযথভাবে নির্বাচনের দাবি করা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বা সভাপতি যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করেন সেইরূপ সময়ে বা স্থানে, প্রকাশ্যে বা ব্যালটের মাধ্যমে, ভোট গ্রহণ করিতে হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক ঘোষিত ভোটের ফলাফল সংশ্লিষ্ট সভার রেজলুশন হিসাবে গণ্য হইবে এবং চূড়ান্ত ও বাধ্যকর হইবে।

(৩) ভোটের সমতার ক্ষেত্রে (হস্ত প্রদর্শন বা ভোটের ক্ষেত্রে হউক না কেন), যে সভায় হস্ত প্রদর্শন বা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই সভার সভাপতি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে ভোট প্রদানের অধিকারী হইলে তিনি তাহার নিজস্ব এক বা একাধিক ভোটের অতিরিক্ত একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন সভায় সভাপতি নির্বাচন অথবা মুলতুবি সভার বিষয়ে যথাযথভাবে ভোট গ্রহণের দাবি করা হইলে, অবিলম্বে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) যে বিষয়ে ভোটের দাবি করা হইয়াছে সেই বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সভার কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণের দাবি কোনরূপ বাধা হইবে না।

(৬) ভোট গ্রহণের দাবি প্রত্যাহার করা যাইবে।

৪৫। **সভাপতির ক্ষমতা**।–

(১) সাধারণ সভার কোন সভায় কোন শেয়ারহোল্ডারের ভোট প্রদানের যোগ্যতার বিষয়ে এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক প্রদানযোগ্য ভোটের সংখ্যার বিষয়ে সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(২) সভাপতি সাধারণ সভার কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করিবেন এবং বিশেষত, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিক ক্ষমতা থাকিবে, যথা:–

(ক) সভার পূর্বে সম্পাদিতব্য কার্যাবলির ক্রমনির্ধারণ;

(খ) কোন পয়েন্ট অব অর্ডার;

(গ) শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সভায় বক্তব্য প্রদানের ক্রমনির্ধারণ, বক্তব্য প্রদানের সময়সীমা নির্দিষ্টকরণ এবং কোন বিষয়ে তাহার বিবেচনায় পর্যাপ্ত আলোচনা সম্পন্ন হইলে উক্ত বিষয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানা।

(৩) সভাপতির সম্মতি ব্যতীত, সভায় সভার আলোচ্যসূচি বহির্ভূত কোন বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হইবে না অথবা আলোচনা করা যাইবে না।

৪৬। **কার্যধারার বৈধতা**।–কোন সাধারণ সভার কার্যধারা এবং উক্ত সভার সকল রেজলুশন ও সিদ্ধান্ত, **আইন,** উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা (যদি থাকে) এবং এই প্রবিধানমালার বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্য হওয়া সাপেক্ষে, বৈধ হইবে এবং কর্পোরেশনের উপর প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। **সাধারণ সভার কার্যক্রমের কার্যবিবরণী**।–

(১) সাধারণ সভার সকল কার্যক্রমের কার্যবিবরণী কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) এইরূপ কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতি কর্তৃক অথবা অব্যবহিত পরবর্তী সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৩) সাধারণ সভার কার্যক্রমের কার্যবিবরণী প্রণীত হইয়াছে এইরূপ প্রত্যেক সভা যথাযথভাবে আহ্বান করা হইয়াছে ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সভার সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সভায় কোন পরিচালক ও নিরীক্ষক নিয়োগ করা হইলে, উহা বৈধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) সাধারণ সভার কার্যক্রমের কার্যবিবরণীর বহি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে রক্ষিত হইবে।

চতুর্থ ভাগ

পরিচালক

(১) নির্বাচন ও পদত্যাগ

৪৮। **পরিচালক নির্বাচন**।—**আইনের ধারা ৭** এ বর্ণিত পরিচালকগণের নির্বাচন শেয়ারহোল্ডারগণের বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা কোন বিশেষ সভায় অনুষ্ঠিত হইবে।

৪৯। **নির্বাচন কর্মকর্তা**।—বোর্ড কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তাকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করিবে যিনি, সময় সময়, পরিচালকগণের নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

৫০। **নির্বাচনের সময় ও স্থান**।—
বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে পরিচালকগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনের তারিখ বোর্ড সভার তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের কম হইবে না।

৫১। **নির্বাচন নোটিশ**।—বোর্ড কর্তৃক নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নির্বাচন কর্মকর্তা, যথাশীঘ্র সম্ভব, তবে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের অধিক নহে, নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করিয়া **আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ)** এর আওতাধীন সকল শেয়ারহোল্ডারকে একটি নোটিশ (''নির্বাচন নোটিশ'' হিসাবে অভিহিত) জারি করিবেন, যথা:—

(ক) নির্বাচনের জন্য ধার্যকৃত তারিখ;

(খ) নির্বাচিতব্য পরিচালকগণের সংখ্যা;

(গ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রণীতব্য শেয়ারহোল্ডারগণের তালিকা চূড়ান্তকরণের এবং শেয়ারহোল্ডারগণের নিবন্ধন বহি বন্ধের তারিখ;

(ঘ) যে তারিখ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হইবে;

(ঙ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ; এবং

(চ) যে তারিখ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাইবে।

৫২। **শেয়ারহোল্ডারগণের তালিকা**।—
(১) পরিচালকগণের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের তারিখের অন্যূন ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনে ভোট প্রদানযোগ্য নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারগণের একটি তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ, তাহাদের স্বীকৃত এজেন্ট ও যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অ্যাটর্নিগণের পরিদর্শন অথবা উহাতে কোন ভুল বা বিচ্যুতি থাকিলে উহা সংশোধনের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত থাকিবে এবং শেয়ারহোল্ডার নিবন্ধন বহি বন্ধের তারিখসহ নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে, উক্ত তালিকা নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক চূড়ান্ত তালিকা হিসাবে ঘোষিত হইবে।

(৩) শেয়ারহোল্ডার নিবন্ধন বহি চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

(৪) প্রবিধান ৫১ এর অধীন জারিকৃত নোটিশের একটি কপি এবং প্রবিধান ৫২ এর অধীন প্রণীত শেয়ারহোল্ডারগণের তালিকার দুইটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫৩। **প্রার্থীর মনোনয়ন**।—
(১) কোন ব্যক্তিকে পরিচালক হিসাবে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন করা যাইবে না, যিনি-

(ক) তাহার নামে বা তিনি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন উহার নামে কর্পোরেশনের কমপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অভিহিত মূল্যের নির্দায় সম্পূর্ণ পরিশোধিত শেয়ার ধারণ না করেন এবং যাহার নাম শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ নাই এবং প্রবিধান ৫২ এর অধীন প্রণীত তালিকায় যাহার নাম নাই; অথবা

(খ) **আইনের ধারা ৯** এর বিধান মতে কোনভাবে নির্বাচনের অযোগ্য হন।

(২) কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যথাযথভাবে নিযুক্ত উহার অ্যাটর্নি কর্তৃক স্বাক্ষরক্রমে লিখিতভাবে অথবা উহার পরিচালকগণের রেজলুশনের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র প্রণয়ন করিতে হইবে। মনোনয়নপত্র বা একজন পরিচালক কর্তৃক প্রত্যায়িত রেজলুশনের জাবেদা নকল (যাহা মনোনয়নপত্র হিসাবে গণ্য হইবে) কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালক হিসাবে নির্বাচনের জন্য একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করিবে না।

(৪) কোন মনোনয়ন বৈধ হইবে না যদি না উহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে গৃহীত হয় এবং উহার সহিত প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র থাকে যে, তিনি পরিচালক হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য, তিনি তাহার মনোনয়ন স্বীকার করেন এবং কর্পোরেশনের একজন পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত।

৫৪। **মনোনয়নপত্র বাছাই।**—

নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে মনোনয়নপত্র বাছাই করা হইবে এবং কোন মনোনয়নপত্র বৈধ নাকি অবৈধ তৎসম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫৫। কোন প্রতিষ্ঠান মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্পোরেশনকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে উহার মনোনয়নকৃত প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবে। নোটিশটি লিখিত এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৫৬। যদি নির্বাচিতব্য পরিচালকগণের সংখ্যা এবং বৈধ মনোনয়নের সংখ্যা একই হয়, তাহা হইলে পরিচালক নির্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত বিশেষ সভা আহ্বান করা হইবে না।

৫৭। যদি নির্বাচিতব্য পরিচালকগণের সংখ্যা অপেক্ষা বৈধ মনোনয়নের সংখ্যা কম হয়, তাহা হইলে-
(ক) বৈধভাবে মনোনয়নকৃত প্রার্থী, যদি থাকে, নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) অবশিষ্ট পরিচালকগণের নির্বাচন বোর্ড উহার পরবর্তী সভায় যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে।

৫৮। (১) যদি নির্বাচিতব্য পরিচালকগণের সংখ্যা অপেক্ষা বৈধ মনোনয়নের সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে পরিচালক নির্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত বিশেষ সভা আহ্বান করা হইবে।

(২) বিশেষ সভায় পরিচালকগণের নির্বাচন বা ভোট গ্রহণ এই প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং তৎসম্পর্কিত সকল বিধানাবলি, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন সহকারে, যতদূর সম্ভব, পরিচালক নির্বাচনে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং নির্বাচন কার্যক্রম ও ভোট গ্রহণ এবং ভোটের ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়ে সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং প্রার্থী, শেয়ারহোল্ডারগণ ও কর্পোরেশনের জন্য বাধ্যকর হইবে।

৫৯। **আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর অধীন পরিচালকগণের নির্বাচন সাধারণত নির্বাচিত পরিচালকগণের ৩ (তিন) বছর মেয়াদ পূর্তিতে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।**

৬০। **পরিচালকের পদত্যাগ।**—
কোন নির্বাচিত পরিচালক বোর্ডের নিকট পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং বোর্ড কর্তৃক তাহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে।

(২) পরিচালনা বোর্ডের সভা ও কার্যধারা

৬১। (১) আইনের ধারা ১০(২) অনুযায়ী বোর্ডের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৩ (তিন) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ডের প্রত্যেক সভার জন্য ১০ (দশ) দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্তরূপ নোটিশ প্রত্যেক পরিচালকের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন স্বল্প সময়ের নোটিশে জরুরি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক পরিচালককে উক্ত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন পরিচালকের নিবন্ধিত ঠিকানা ঢাকার বাহিরে হইলে তাহাকে সর্বদা ডাক যোগে /ই-মেইল এর মাধ্যমে সভার তারিখ ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং যদি কোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় অথবা চেয়ারম্যান বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত, উপস্থিত পরিচালকমন্ডলী দ্বারা মনোনীত একজন পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভার সভাপতির সম্মতি ব্যতিরেকে, সভার আলোচ্যসূচি বহির্ভূত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে না।

(৫) আলোচ্য বিষয় বা বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখক্রমে যে কোন তিনজন পরিচালক চেয়ারম্যানকে যে কোন সময় সভা আহ্বানের জন্য যাচনাপত্র প্রদান করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, নোটিশ জারি সাপেক্ষে, অনুরূপ সভা আহ্বান করিবেন।

(৬) চেয়ারম্যানের বোর্ডের যে কোন সভা, উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন আহ্বানকৃত সভা ব্যতীত, বাতিল বা স্থগিত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) দুর্ঘটনাক্রমে কোন পরিচালককে বোর্ডের অনুরূপ কোন সভার নোটিশ প্রদানের ব্যত্যয় ঘটিলে, তজ্জন্য উক্তরূপ কোন সভায় পাসকৃত রেজলুশন অবৈধ হইবে না।

(৮) কোন পরিচালক কোন সময় বাংলাদেশে অবস্থান না করিলে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানকালীন সময়ে বাংলাদেশে তাহাকে নোটিশ প্রদানের কোন ঠিকানা কর্পোরেশনকে সরবরাহ না করিলে, তিনি উক্ত সময়ে সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৯) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভা এবং উহার কার্যধারা পরিচালনা করিবেন এবং সভা মুলতুবি করিতে পারিবেন।

(১০) (ক) সভার কার্যক্রম একটি বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা চেয়ারম্যান ও বোর্ডের সচিবের দায়িত্ব পালনকারী কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক, কর্তৃক স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(খ) এক সভার কার্যক্রম অব্যবহিত পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে, তবে অনুরূপ অনুমোদনের কারণে জরুরি কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ স্থগিত রাখা যাইবে না।

(১১) কোন বিষয়ে মতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলে, পরিচালকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। চেয়ারম্যানের একটি নির্ণায়ক ভোট থাকিবে যাহা তিনি কেবল ভোটের সমতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন।

(১২) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন রেজলুশন প্রণয়ন করা যাইবে, তবে অনুরূপ রেজলুশন অবশ্যই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে হইবে।

(১৩) ৫ (পাঁচ) জন পরিচালকের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভায় কোরাম গঠিত হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(১৪) কেবল কোন পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে কোন ত্রুটি অথবা পরিচালকগণের নিয়োগ বা যোগ্যতার কোন ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোন কাজ বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হইবে না।

৬২। নির্বাহী কমিটির সভা।—

(১) পরিচালনা বোর্ড ইহার কার্যাবলী সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত কমিটির চেয়ারম্যানও মনোনীত করিবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কোন সাধারণ সভার জন্য নির্বাহী কমিটির সদস্যগণকে ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে তবে বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে আবশ্যক হইলে স্বল্পতম সময়ের নোটিশে নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৫) নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মেয়াদ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৬) নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে বা উক্তরূপ স্বার্থ প্রকাশ করিতে বাধ্য রহিয়াছেন এমন কোন বিষয়ে কোন সদস্য ভোট প্রদান বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন না।

(৭) উপস্থিত ৩ (তিন) সদস্যের কোরাম ব্যতীত নির্বাহী কমিটির সভায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(৮) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, আইন ও এই প্রবিধানমালায় বোর্ডের সভা সম্পর্কিত বিধানাবলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ যতদূর সম্ভব নির্বাহী কমিটির সভার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৬৩। **পরিচালকগণের স্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ**।–যদি কোন পরিচালক ও সদস্যের কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার পক্ষে কোন পক্ষের সহিত সম্পাদিত কোন লেনদেন, ঋণ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট লোন), বা চুক্তির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সম্পর্ক থাকে বা স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ সংশ্লিষ্টতা বা স্বার্থের প্রকৃতি সম্পর্কে বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাহী কমিটির নিকট প্রকাশ করিবেন এবং অনুরূপ লেনদেন, ঋণ চুক্তি (কন্ট্রাক্ট লোন) বা চুক্তির বিষয়ে আলোচনার সময় বোর্ড বা নির্বাহী কমিটির কোন সভায় উপস্থিত থাকিবেন না, যদি না তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে অন্যান্য পরিচালকগণ বা সদস্যগণ কর্তৃক তাহাকে উপস্থিত থাকিতে বলা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে কোন পরিচালক বা সদস্যকে এইরূপ উপস্থিত থাকিতে বলা হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ লেনদেন, ঋণ চুক্তি বা চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে বা কোন ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না এবং ভোট প্রদান করিলেও উহা বৈধ হইবে না ও গণনার জন্য গৃহীত হইবে না।

৬৪। **সভায় অংশ গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণের ফিস, ভ্রমণভাতা, ইত্যাদি**।– (১) চেয়ারম্যানকে মাসিক ৩০.০০ (ত্রিশ) হাজার টাকা হারে অথবা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রদান করা হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও কোন পরিচালককে (ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা কর্পোরেশনের কোন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা ব্যতীত যদি তিনি কোন কমিটির সদস্য হন) বোর্ড বা বোর্ড কমিটির প্রত্যেক সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ৮.০০ (আট) হাজার টাকা অথবা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করিতে হইবে। তবে উক্ত ফি উৎসে কর কর্তনপূর্বক পরিশোধ করা হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ও কোন পরিচালককে নিম্নবর্ণিত হারে তাহার বাসস্থান বা, ক্ষেত্রমত, অফিস হইতে সভাস্থলে যাতায়াত করিবার জন্য ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রদান করা হইবে, যথা:–

(ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেল বা স্টিমার ভাড়া বা বিমান ভাড়া;

(খ) সড়ক পথে কোন ভ্রমণের জন্য বা উহার অংশ বিশেষ সড়ক পথে ভ্রমণের জন্য প্রতি কিলোমিটার ৩.৭৫ (তিন দশমিক সাত পাঁচ) টাকা;

(গ) চেয়ারম্যান বা পরিচালক তাহার আবাসিক স্থল বা, ক্ষেত্রমত, অফিস ত্যাগের তারিখ হইতে উক্ত স্থলে ফেরত আসিবার তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ১৪০০.০০ (এক হাজার চারশত) টাকা হারে দৈনিক ভাতা:

তবে শর্ত থাকে যে, ৫ (পাঁচ) দিনের অধিক দৈনিক ভাতা প্রদানযোগ্য হইবে না;

(ঘ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসন বা আবাসন ভাড়ার উপর করসহ অবস্থানকালীন আবাসনের জন্য ব্যয়কৃত প্রকৃত খরচ;

ঙ) এভিয়েশন পলিসির, যদি নেওয়া হয়, প্রিমিয়ামের প্রকৃত খরচ হিসাবে অনধিক ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য মাসুল/চার্জ, যেমন- বন্দর মাসুল/পোর্টারেজ, লাগেজ, ফ্রেইট/পরিবহন মাসুল, ইত্যাদি যখন উহা প্রকৃতই পরিশোধিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজন হইলে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণ পরিশোধিত অর্থের রসিদ, ক্যাশ মেমো ও অন্যান্য ভাউচার দাখিল করিয়া ভ্রমণভাতা এবং ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতার পরিবর্তে প্রকৃতভাবে ব্যয়িত ভ্রমণের ও হোটেল খরচের অর্থ এবং উহার সহিত অনধিক আরও ১০০.০০ (একশত) টাকা আনুষঙ্গিক চার্জ (যেমন বকশিস, ইত্যাদি যাহার জন্য কোন রসিদ দাখিল করা হয় না) উত্তোলন করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন পরিচালক বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া বা চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কর্পোরেশনের কোন কাজে অথবা বোর্ড কর্তৃক গঠিত কোন কমিটির কাজে কোন স্থান ভিজিট করেন, তাহা হইলে তিনিও উপ-প্রবিধান (৩) এ বর্ণিত হারে ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন, এবং উপ-প্রবিধান (৩) এর দফা (গ) এর শর্তাংশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একটানা অনধিক ১৫ (পনের) দিনের দৈনিক ভাতা উত্তোলন করিতে পারিবেন।

(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহার নির্বাহী কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য কোন ভ্রমণ করিলে, তিনি উপ-প্রবিধান (৩) এ বর্ণিত হারে প্রত্যেক ভ্রমণের জন্য ভ্রমণকালীন মেয়াদের জন্য ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৬) ভ্রমণভাতা সাধারণত স্বল্প দৈর্ঘ্যের রুটে ভ্রমণের ভিত্তিতে প্রদেয় হইবে, তবে কোন রুটে স্বল্পদৈর্ঘ্যের রুট অপেক্ষা কম খরচের ভ্রমণ করা হইলে, যে রুটে প্রকৃত ভ্রমণ করা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে ভ্রমণ ভাতা প্রদেয় হইবে।

৬৫। **কর্পোরেশনের হিসাব, রসিদ ও দলিলে স্বাক্ষর প্রদান**।–

(১) বোর্ড কর্তৃক সময় সময় প্রণীত তামাদিসীমা (লিমিটেশন) সাপেক্ষে, এতদ্দ্বারা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে কর্পোরেশনের জন্য বা উহার পক্ষে কর্পোরেশনের নামে বা কর্পোরেশন কর্তৃক ধারণকৃত কোন প্রমিজরি নোট, স্টক রসিদ, স্টক ডিবেঞ্চার/ঋণপত্র সম্পর্কিত স্বত্বের দলিল, তিনি যেইরূপ প্রয়োজনীয় ও সমীচীন মনে করিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে এনডোর্স এবং/বা হস্তান্তর এবং/বা দায়যুক্ত করিবার এবং/বা কর্পোরেশনের চলতি ও অনুমোদিত ব্যবসার বিনিময়পত্র এবং/বা ঋণপত্র গ্রহণ-প্রেরণ এবং/বা এনডোর্স করিবার এবং কর্পোরেশনের ব্যবসার সহিত সম্পর্কিত, উদ্ভূত বা সংশ্লিষ্ট হিসাবপত্র, রসিদ ও দলিলপত্র স্বাক্ষর করিবার এবং কর্পোরেশনের ব্যবসার লেনদেন এবং/বা স্বার্থ নিশ্চিত করিবার এবং/বা সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বা পরবর্তী কার্য সম্পাদনসহ লিখিতভাবে কর্তৃত্ব প্রদান বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দ্বারা উহাতে উল্লিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কর্পোরেশনের এক বা একাধিক কর্মকর্তা এবং/বা এক বা একাধিক অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের এবং/বা কর্তৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

(২) আরজি, লিখিত বিবৃতি, দরখাস্ত, আবেদন, হলফনামা, মুচলেকা, সুরক্ষাপত্র/সিকিউরিটি এবং/বা অন্য কোন দলিলপত্র বা কাগজপত্র যাহা কর্পোরেশনের স্বার্থে স্বাক্ষর, সত্যাখ্যান বা শপথ বা ঘোষণা করা আবশ্যক তাহা কর্পোরেশনের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক এবং/বা তৎকর্তৃক লিখিতভাবে অ্যাটর্নি হিসাবে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা এবং/বা ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদন, স্বাক্ষর, সিলমোহরযুক্ত করা ও প্রদান করা যাইবে এবং কোন আদালত, সালিস, ট্রাইব্যুনাল বা কর্মকর্তার সম্মুখে অনুষ্ঠিত (প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হউক বা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হউক না কেন) আইনগত কার্যক্রম বা অন্য কোন কার্যক্রমের সহিত সম্পর্কিত সকল দলিলপত্র প্রণয়ন ও সম্পন্ন করা যাইবে।

৬৬। **চুক্তি**।–(১) কর্পোরেশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে, যথা: –

(ক) কোন বেসরকারি ব্যক্তিগণের মধ্যে সম্পাদিত হইলে আইন অনুসারে লিখিতভাবে সম্পাদন করা ও উদ্ভূত পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইত এইরূপ কোন চুক্তি, কর্পোরেশনের পক্ষে লিখিতভাবে এবং উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা তাহার কর্তৃত্বাধীন কর্মরত কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরক্রমে সম্পাদন করা যাইবে এবং একই পদ্ধতিতে উহা পরিবর্তন বা বাতিল করা (ডিসচার্জ করা) যাইবে; এবং

(খ) লিখিতভাবে সম্পাদন ব্যতীত বেসরকারি ব্যক্তিগণের মধ্যে আইন অনুসারে বৈধ হইত এইরূপ কোন চুক্তি, কর্পোরেশনের পক্ষে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা তাহার কর্তৃত্বাধীন কর্মরত কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে ব্যতীত সম্পাদন করা যাইবে এবং একই পদ্ধতিতে উহা পরিবর্তন বা বাতিল করা যাইবে;

(২) এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি অনুসারে সম্পাদিত সকল চুক্তি কার্যকর হইবে এবং কর্পোরেশন ও চুক্তির সকল পক্ষ ও উহার আইনগত প্রতিনিধিগণের নিকট বাধ্যকর হইবে।

৬৭। **লভ্যাংশ ঘোষণা ও বন্টনের পদ্ধতি**।-(১) কর্পোরেশন, নীট মুনাফার উদ্বৃত্ত অংশ হইতে কর্পোরেশন ও শেয়ারহোল্ডারগণের পারস্পরিক স্বার্থ বিবেচনায় যৌক্তিক পরিমাণ নগদ বা স্টক বা উভয় ধরনের লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারিবে; তবে কোন লভ্যাংশ বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত পরিমাণের অধিক হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ঘোষিত লভ্যাংশ কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডারগণের বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হইবে।

(৪) রেকর্ড ডেট এ শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

(৫) রেকর্ড ডেট অনুযায়ী কর্পোরেশন বা ডিপোজিটরী রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণের ঠিকানায় মুদ্রিত লভ্যাংশপত্র প্রেরণ করিতে হইবে অথবা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতিতে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করিতে হইবে। যৌথ ধারকগণের ক্ষেত্রে, যৌথ ধারকগণের মধ্যে যে ব্যক্তির নাম কর্পোরেশন বা ডিপোজিটরী রেজিস্টারে প্রথম উল্লেখ রহিয়াছে তাহার নামে লভ্যাংশ পরিশোধ করা যাইবে এবং কর্পোরেশন উহার ফলে উদ্ভূত কোন ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে না, এবং এইরূপে প্রেরিত প্রত্যেক চেক বা ওয়ারেন্ট প্রাপকের অনুকূলে পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৬) নগদ লভ্যাংশের পরিবর্তে কর্পোরেশন কর্তৃক স্টক ডিভিডেন্ড ঘোষিত হইলে রেকর্ড ডেট অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারগণের বেনিফিশায়ারি ওনার হিসাব (Beneficiary Owner Account) এ সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত প্রচলিত আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্টক ডিভিডেন্ড জমা করিতে হইবে।

(৭) উদ্বৃত্ত অংশ হইতে লভ্যাংশ বন্টন করিবার পর উহার অবশিষ্ট অংশ, যদি থাকে, অবন্টিত মুনাফা হিসাবে কর্পোরেশনে রক্ষিত থাকিবে।

(৮) সংশ্লিষ্ট বৎসরের মুনাফা বা অন্য কোন অবন্টনকৃত মুনাফা এবং ডিভিডেন্ড ইকুয়ালাইজেশন ফান্ড ব্যতীত, কোন লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে না।

(৯) কর্পোরেশনের লভ্যাংশ সুদ যুক্ত হইবে না।

(১০) কর্পোরেশনের নীট মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কে বোর্ডের ঘোষণা চূড়ান্ত হইবে।

(১১) কোন শেয়ার হস্তান্তর করা হইলে উহার সহিত উক্ত হস্তান্তর নিবন্ধিত হইবার পূর্বে ঘোষিত লভ্যাংশের অধিকার হস্তান্তরিত হইবে না।

(১২) লভ্যাংশ ঘোষণার ১ (এক) বৎসর পর অদাবিকৃত সকল লভ্যাংশ দাবি না করা পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক কর্পোরেশনের কল্যাণে বিনিয়োগ বা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে এবং উক্ত ঘোষণার পর ৬(ছয়) বৎসর পর্যন্ত অদাবিকৃত সকল লভ্যাংশ বোর্ড কর্তৃক কর্পোরেশনের কল্যাণে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

৬৮। **সংরক্ষিত তহবিলে জমা**।-কর্পোরেশন, কর্পোরেশনের বার্ষিক নীট মুনাফা হইতে অন্যূন শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ সংরক্ষিত তহবিলে জমা করিবে এবং সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ কর্পোরেশনের বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাইবে।

৬৯। **ঋণ পরিশোধ**।-কর্পোরেশন তৎকর্তৃক গৃহীত স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী ও অন্যান্য ঋণ পরিশোধ করিবার সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত উহার নীট মুনাফার শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ ঋণ পরিশোধ রিজার্ভে স্থানান্তর করিবে।

৭০। **উদ্বৃত্ত অংশ ঘোষণা**।-কর্পোরেশন বার্ষিক নীট মুনাফা হইতে সংরক্ষিত তহবিলে জমা এবং ঋণ পরিশোধ রিজার্ভে নির্ধারিত অর্থ স্থানান্তরের পর নীট মুনাফার অবশিষ্ট অংশ উদ্বৃত্ত অংশ হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৭১। **সুদের হার**।—নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য সুদের হার বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হইবে:-

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত ঋণ; এবং

(খ) বিনিয়োগকারীগণের আমানত হিসাব ও অন্য কোন মেয়াদি আমানত হিসাব।

৭২। **আর্থিক বৎসর**।—
কর্পোরেশনের আর্থিক বৎসর হইবে জুলাই মাসের ১ তারিখ হইতে জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত।

৭৩। **বাজেট**।–
কর্পোরেশন প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে উহার মূলধনী ও রাজস্ব আয়, জমা ও খরচ সম্পর্কিত বাজেট প্রণয়ন করিবে এবং অনুমোদনের জন্য পরিচালনা বোর্ডের নিকট দাখিল করিবে।

৭৪। **হিসাব বহি**।–
কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে হিসাব বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উহা পরিচালকগণের পরিদর্শনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকিবে।

৭৫। **হিসাবপত্র, ইত্যাদি পরিদর্শন**।–
একজন পরিচালক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বোর্ড কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত না হইয়া কর্পোরেশনের কোন হিসাব বহি বা দলিলপত্র পরিদর্শন করিবার অধিকারী হইবেন না।

৭৬। **নোটিশ**।–

(১) কর্পোরেশন কর্তৃক কোন শেয়ার হোল্ডারকে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিবন্ধিত ঠিকানায় ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করা যাইবে। ডাক যোগে নোটিশ প্রেরণের ক্ষেত্রে যদি ঠিকানা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, পূর্বপরিশোধিত হয় এবং সঠিক সময়ে পোষ্ট করা হয়, তাহা হইলে উহা সঠিকভাবে বিতরণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ডাকযোগে স্বাভাবিকভাবে যে সময়ে তাহা বিতরণ হওয়ার কথা ঐ সময়ে তাহা বিতরণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন শেয়ারের যৌথ ধারক থাকিলে নিবন্ধন বহিতে যাহার নাম প্রথমে নিবন্ধন করা হইয়াছে, তাহার অনুকূলে নোটিশ প্রদান করা হইবে;

(৩) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের স্বাক্ষর লিখিত অথবা ছাপানো হইতে পারে;

(৪) কোন নির্দিষ্ট দিনের অথবা কোন নির্দিষ্ট সময় ব্যাপ্তির নোটিশ প্রদান করা হইলে ঐ নির্দিষ্ট দিন বা সময় হইতে তৎসংক্রান্ত কার্যক্রম /সেবা আরম্ভ হইবে।

=======000=======